পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লহির রাহমানির রাহিম
প্রিয় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ
আস্সালামু আলাইকুম,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে কোম্পানীর মাননীয় উদ্যোক্তা ও পরিচালকবৃন্দের পক্ষ থেকে কোম্পানীর সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগনকে ১৯মত বার্ষিক সাধারণ সভায় আমন্ত্রন জানাচ্ছি। ১৯তম আলোচ্য বার্ষিক সাধারন সভায় আপনাদের সকলের সদয় উপস্থিতি আমাদের একান্ত কাম্য। কোম্পানীর আলোচ্য বার্ষিক সাধারন সভার সকলের জন্য প্রস্তুতকৃত ২০১৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের এক কপি আপনাদের নিকট পৌছানোর জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন, নিরীক্ষকের প্রতিবেদন ও নিরীক্ষিত হিসাবসহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য তথ্য সমূহ প্রস্তুতকৃত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে সংযোজিত রয়েছে। আশা করি আলোচ্য এই বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রদর্শিত আমাদের কোম্পানী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য আপনারা পর্যালোচনা করার সুযোগ পাবেন। আমরা বীমা শিল্পকে আমাদের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিমন্ডলের একটি অংশ বলে মনে করি। তাই সার্বিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিধারা উর্দ্ধমুখী থাকলে তার প্রভাব বীমা শিল্পের উপরেও বিরাজমান থাকে। এমতাবস্থায়, বৈশ্বিক অর্থনীতি (Global economic situation) ও বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বছরের আর্থিক কার্যক্রমের বিভিন্ন সূচকের হালনাগাদ তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

(ক) সমষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ঃ

বাংলাদেশের আলোচ্য অর্থবছরে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীন সংকট দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য বছরে দেশের চলমান ও বিরাজমান অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাও দেশের এই কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক গতিশীলতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভাবে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.১৩ শতাংশ, গত অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি হার ছিল ৭.৮৬ শতাংশ। এ সময়ে মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থবছরে ১৭৫২ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতির গড় হার আলোচ্য অর্থবছরের শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ। রাজস্ব আহরন পরিস্থিতিও সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে কর রাজস্ব আহরনের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৮৮ শতাংশ। রপ্তানি খাতও ইতিবাচক রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১২.৫৭ শতাংশ। অপর পক্ষে বছরের প্রথম আট মাসে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে জনশক্তি রপ্তানির পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৩০ শতাংশ। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি কমে যাওয়ায় বানিজ্য ঘাটতির সার্বিক ভারসাম্যে সামান্য ঘাটতি সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। সর্বশেষ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার বিনিময়ের হারের অবচিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী মাস শেষে বেসরকারী খাতে ঋনের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১২.৫৪ শতাংশ। মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক কাঠামোতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৮.২ শতাংশ। সুষ্ঠ ব্যয় ব্যবস্থাপনা, দক্ষ ও কার্যকর মুদ্রানীতির প্রয়োগ এবং সরকারের গৃহীত চলমান বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের ফলে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯)

(খ) বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিধারা ঃ

(১) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ৮.১৩ শতাংশ এবং চূড়ান্ত হিসাবে গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি এ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাময়িক হিসাবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৃহৎ ৩টি খাতের মধ্যে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৩.১৫ শতাংশ, যা গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ছিল ৪.১৯ শতাংশ। চলতি বছরে এ খাতের ৩টি উপখাতের মধ্যে শস্য ও শাকসবজি এবং প্রাণিসম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা বাড়লেও বনজ সম্পদ উপখাতের প্রবৃদ্ধির হার সামান্য হ্রাস পেয়েছে। তবে মৎস্য সম্পদ খাতেও প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও জিডিপি'তে অন্যান্য খাতের তুলনায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বৃহৎ কৃষি খাতের অবদান হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ১৪.২৩ শতাংশ। বৃহৎ শিল্প সেক্টরে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৩.০২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১২.০৬ শতাংশ। অর্থবছর ২০১৮-২০১৯ এ জিডিপিতে বৃহৎ শিল্প সেক্টরের অবদান সন্নিবেশিত হয়েছে ৩৫.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৩৩.৬৬ শতাংশ। অর্থবছর ২০১৮-১৯ এ সার্ভিস সেক্টরে সার্বিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ৬.৩৯ শতাংশ। তবে এ বছরে জিডিপিতে এর কন্ট্রিবিউশন হলো ৫১.২৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৫২.১১ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধি পেয়ে ১,৮২৭ মার্কিন ডলার, যা ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ছিল

১,৬৭৫ মার্কিন ডলার। একই ভাবে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৯০৯ মার্কিন ডলার-এ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১,৭৫১ মার্কিন ডলার (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৯)।

(২) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ২৩.৯৩ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২২.৮৩ শতাংশ। একইভাবে মোট জাতীয় সঞ্চয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিডিপি'র ২৮.৪১ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ২৭.৪২ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৫৬ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৩১.২৩ শতাংশ। এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারী বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ৮.১৭ শতাংশ এবং বেসরকারী বিনিয়োগ ছিল জিডিপি'র ২৩.৪০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৯৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২৩.২৬ শতাংশ।

(৩) রপ্তানি ঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ সময়ে মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৫৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.৯০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এর মধ্যে তৈরী পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির রপ্তানীর প্রবৃদ্ধি চলমান থেকেছে। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে চামড়া, হিমায়িত পণ্য এবং টেরি টাওয়েল খাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়াও প্রকৌশল সামগ্রী, প্লাস্টিক সামগ্রী, কৃষিজাতপণ্য এবং পাটজাত পণ্যসহ অন্যান্য আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয়ও বৃদ্ধি পায়। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরেও বাংলাদেশি পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসাবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে (জুলাই-ফেব্রুয়ারী) ৪৫৯৩.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৬.৬৭ শতাংশ।

(৪) আমদানি ঃ

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০১৯ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৪০,৮৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৬৩ শতাংশ বেশি। দেশভিত্তিক আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে। চলতি অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের ২৯.৪৩ শতাংশ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারত (১৩.৪৯%) ও সিঙ্গাপুর (৩.৬২%)।

(৫) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স ঃ

জনশক্তি রপ্তানি এবং তাদের প্রেরিত অর্থ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এ সময়ে দেশে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমান ছিল ১৬,৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত বছর গুলোতে অদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি গড় হার ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৪৮ শতাংশ।

(৬) সার্বিক ভারসাম্য ঃ

চলতি অর্থবছরের জুলাই ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সময়ে বানিজ্য ভারসাম্যে ১০,৬৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতির পরিমান ছিল ১১,৬৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই হিসাবে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ সময়ে ১০০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম বানিজ্য ঘাটতি রেকর্ড হয়। তবে Current Account Balance এ ৪,১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি (Deficit) দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরে সার্বিক Balance ৯৭৮ মার্কিন ডলার ঘাটতি রেকর্ড করা হয়।

(৭) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষনে স্থিরতা (Stability) বজায় রেখে চলেছে। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ঋনাত্মক থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমান ছিল ৩২.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(৮) মূল্যস্ফীতি ঃ

চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে রপ্তানি শক্তিশালী অবস্থান, পরিমিত আমদানি ব্যবস্থা এবং বেসরকারী খাতে ঋনের প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বমুখী ধারা বজায় রয়েছে। একইসাথে বিনিয়োগ কর্মকান্ড সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চাহিদার তেজীভাব থেকে সৃষ্ট দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত: কিছুটা খাদ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি মার্চ ২০১৯ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৪৪ শতাংশ। তবে ইতোমধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি জুলাই, ২০১৮ সময়ের ৬.১৮ শতাংশ থেকে কমে মার্চ, ২০১৯ সময়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৭২ শতাংশ। কিন্তু একই সময়ে খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ, ২০১৯ সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৫.২৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

(৯) বীমা শিল্পের সার্বিক অবস্থা ঃ

জনগনের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে ও ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাসে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারন বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৬টি বেসরকারী বীমা

কোম্পানী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারন বীমা ও ৩১টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে সরকারী ও বেসরকারী সাধারণ বীমা কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৩,৩৮১.৫৯ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ২,৯৮১.৪৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে, সরকারী 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩১টি বেসরকারী জীবন বীমা কোম্পানী ২০১৮ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসাবে আয় করেছে ৯,০৪৬.১৭ কোটি টাকা, যা আগের বছর তুলনায় ৮৫৫.১৯ কোটি টাকা বেশী (সূত্রঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)।

(গ) ব্যবসায়িক সাফল্যঃ

প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ জীবন বীমা কোম্পানী হিসেবে বিগত ২০০০ সালের ৬ জানুয়ারী থেকে যাত্রা শুরু করে। যাত্রা শুরুর পর থেকে জীবন বীমা ব্যবসার সুফল সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ধীরে ধীরে এই কোম্পানীর ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে আসছে। ২০১৮ সাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব অনুকুল পরিবেশের মধ্যে অতিবাহিত করে। ফলে আলোচ্য বছরে প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ ৬৫.২২ কোটি টাকা প্রিমিয়াম অর্জন করে। ইহা সম্ভব হয়েছে মাঠ কর্মীদের অক্লান্ত শ্রম, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের যথাযথ কর্মকৌশল, বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের পরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশনায়।

(ঘ) আর্থিক প্রবৃদ্ধিঃ

২০১৮ সালে ১ম বর্ষ (First year) প্রিমিয়াম সংগৃহীত হয়েছে মোট ১২.৭৮ কোটি টাকা; নবায়ন প্রিমিয়াম হয়েছে ৪৯.৮১ কোটি টাকা ও গ্রুপ বীমার পরিমান ২.৬৩ কোটি টাকা। এ বিষয়ে নিম্নে একটি তুলনামূলক বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

মিলিয়ন টাকায়

	২০১৮	২০১৭
(ক) প্রথম বৎসর প্রিমিয়াম		
একক জীবন বীমা	৯৯.১৭	১৪৫.৯১
সুজন বীমা	২৩.৮৮	৩৩.১৭
ইসলামী বীমা তাকাফুল	৩.৪০	৫.৫৪
সুহৃদ বীমা	১.২১	৩.১৯
দারুস সালাম বীমা	-	০.০৩
	১২৭.৬৬	**১৮৭.৮৪**
(খ) নবায়ন প্রিমিয়াম		
একক জীবন বীমা	৪২৮.৭৯	৪৫২.৯৯
সুজন বীমা	৫০.৯২	৫২.৬০
ইসলামী বীমা তাকাফুল	১১.১৮	১১.৯১
সুহৃদ বীমা	৬.৩৬	৭.৭০
দারুস সালাম বীমা	০.৮২	১.১৫
	৪৯৮.০৭	**৫২৬.৩৫**
(গ) গ্রুপ লাইফ ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম	**২৬.২৮**	**৩১.৯৩**
(ক+খ+গ) মোট প্রিমিয়াম	**৬৫২.০২**	**৭৪৬.১২**
লাইফ ফান্ড	২৭৫৬.০১	২৭০৭.১৭
ব্যবস্থাপনা ব্যয় (টাকার অংকে)	২৯৯.৭১	৩৪১.০৫
কমিশন	১৩৪.৫৮	১৭৫.৮৯
অন্যান্য ব্যয়	১৬৫.১৩	১৬৫.১৬
ব্যবস্থাপনা ব্যয় ঃ মোট প্রিমিয়ামের উপর (%) হার		
মোট প্রিমিয়ামের উপর ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের হার	৪৫.৯৭%	৪৫.৭১%

	2018	2017	2016	2015	2014
First Year	12.78	18.78	18.41	22.2	18.86
Renewal	49.81	52.63	58.69	63.3	58.37
Group Insurance	2.63	3.19	3.45	3.52	3.23
Gross Premium	65.22	74.6	80.55	89.02	80.46

Gross Premium

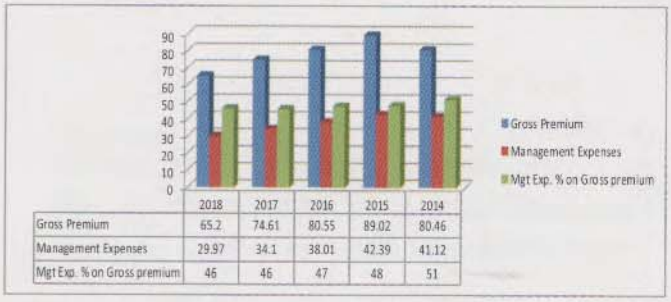

	2018	2017	2016	2015	2014
Gross Premium	65.2	74.61	80.55	89.02	80.46
Management Expenses	29.97	34.1	38.01	42.39	41.12
Mgt Exp. % on Gross premium	46	46	47	48	51

Management Expenses

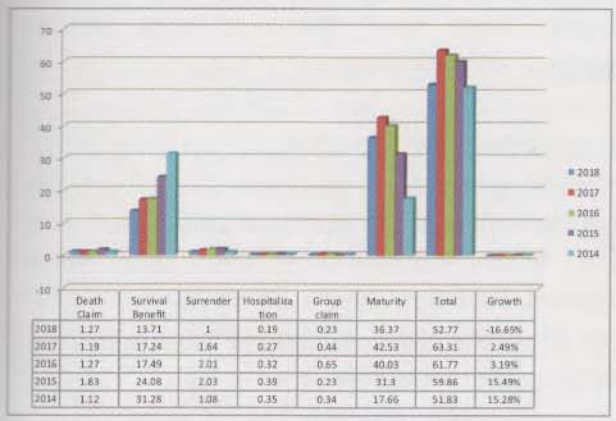

	Death Claim	Survival Benefit	Surrender	Hospitalization	Group claim	Maturity	Total	Growth
2018	1.27	13.71	1	0.19	0.23	36.37	52.77	-16.65%
2017	1.19	17.24	1.64	0.27	0.44	42.53	63.31	2.49%
2016	1.27	17.49	2.01	0.32	0.65	40.03	61.77	3.19%
2015	1.83	24.08	2.03	0.39	0.23	31.3	59.86	15.49%
2014	1.12	31.28	1.08	0.35	0.34	17.66	51.83	15.28%

Claim Settlement

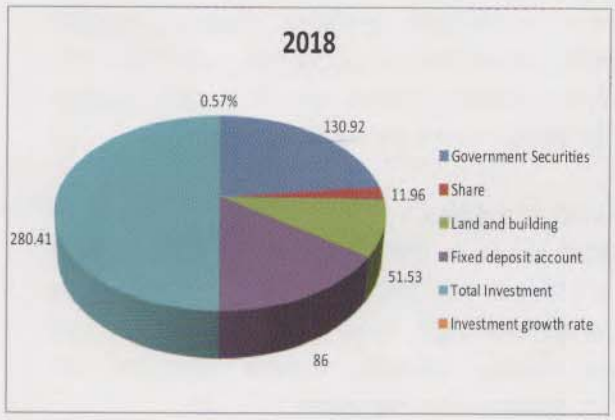

Investment

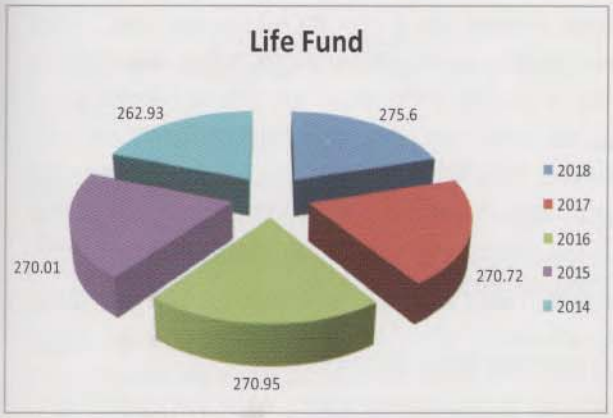

Life Fund

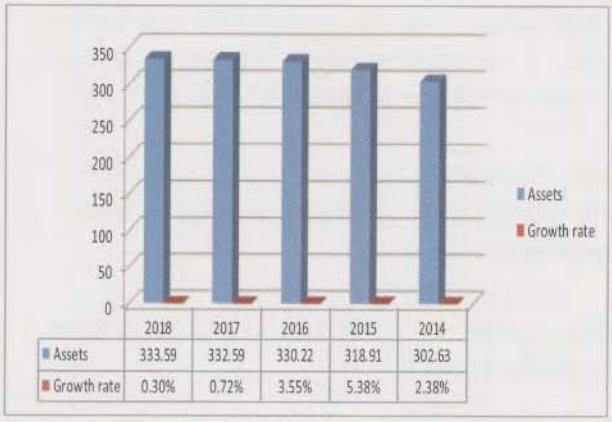

	2018	2017	2016	2015	2014
Assets	333.59	332.59	330.22	318.91	302.63
Growth rate	0.30%	0.72%	3.55%	5.38%	2.38%

Assets

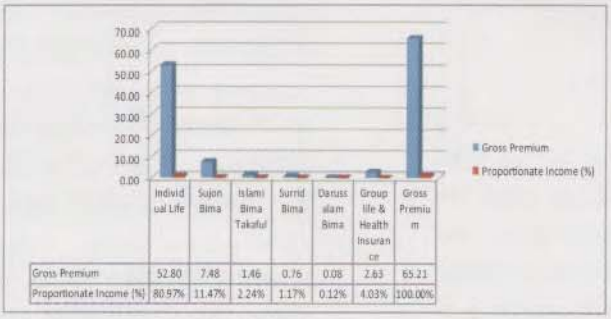

	Individual Life	Sujon Bima	Islami Bima Takaful	Surrid Bima	Dariuss alam Bima	Group life & Health Insurance	Gross Premium
Gross Premium	52.80	7.48	1.46	0.76	0.08	2.63	65.21
Proportionate Income (%)	80.97%	11.47%	2.24%	1.17%	0.12%	4.03%	100.00%

Product Wise Premium

(ঙ) বিনিয়োগ ঃ
২০১৮ সালে কোম্পানীর বিনিয়োগের পরিমান দাঁড়িয়েছে ২৮০.২০ কোটি টাকা, যা গত বছরে ছিল ২৭৮.৬২ কোটি টাকা। গত বছরের চেয়ে প্রবৃদ্ধির হার ০.৫৭%।

(চ) লভ্যাংশ ঘোষণা ঃ
পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮ সালের সমাপ্ত অর্থ বছরে নিরীক্ষিত হিসাব ও এ্যাকচুয়ারীর সুপারিশের ভিত্তিতে কোম্পানীর পরিশোধিত মূলধন টাকা ১৩,৫০,৯০,৬৪৮ এর উপর প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যমানের শেয়ারের জন্য ১২% স্টক ডিভিডেন্ড (বোনাস শেয়ার) লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করেন।

(ছ) কর্পোরেট সুশাসন ঃ
পরিচালনা পর্ষদ ও ইহার কমিটি সমূহ সর্বোচ্চ মানের কর্পোরেট সুশাসানে বিশ্বাস করে বিধায় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৩ জুন, ২০১৮ ইং তারিখের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকাশিত শর্তসমূহের আলোকে কোম্পানীর সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

(জ) উদ্যোক্তা পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন ঃ
বীমা আইন ২০১০ এর ৭৬ ধারা এবং কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোক্তা পরিচালকবৃন্দ বর্ণানানুক্রমে এ বছর অবসর নিচ্ছেন।

১। জনাব গোলাম মোস্তফা আহমেদ।
২। ইসি সিকিউরিটিজ লিঃ এর প্রতিনিধি জনাব খুরশিদ আলম।
৩। জনাব জনাব আব্দুল মালিক।

নিম্নবর্ণিত উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডারগণ বর্ণনানুক্রমে পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত হবেন।

১। জনাব জাকারিয়া আহ্মদ।
২। জনাব মাহমাদুর রশীদ।
৩। জনাব নাসির আলী শাহ্।

(ঝ) পাবলিক শেয়ার হোল্ডার পরিচালক নির্বাচন ঃ
প্রগ্রেসিভ লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ এর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধির ১০৬ অনুচ্ছেদ, বীমা আইন ২০১০ এর ৭৬ ধারার আলোকে এবং প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী ০৪ (চার) জন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচিত হবেন। এখানে উল্লেখ্য করা প্রয়োজন যে, পাবলিক শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা যথাক্রমে- দৈনিক সমকাল ও দি ডেইলী নিউ নেশন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

(ঞ) নিরপেক্ষ পরিচালক ঃ
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের ৭ই আগষ্ট ২০১২ তারিখের আদেশ (নং-এসইসি/সিএমআর আর সিডি/২০০৬-১৫৮/১৩৪/আডমিন/ ৪৪অনুযায়ী জনাব সৈয়দ আব্দুল মুক্তাদির অত্র কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের নিরপেক্ষ পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। গত ৪ জানুয়ারী, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে জনাব সেলিম রেজা এফসিএ স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে পরবর্তী তিন (০৩) বছর নিরপেক্ষ পরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) ২০১৯ সালের ব্যবসায়িক প্রত্যাশা ঃ
কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সালের ব্যবসায়িক প্রিমিয়ামের লক্ষমাত্রা নির্ধারন করেছে ১০৫ কোটি টাকা বা এরও অধিক। প্রিমিয়াম সংগ্রহের কাজ পূর্ন উদ্যমে চলছে। আমরা বিশ্বাস করি, ইনশাআল্লাহ কর্তৃপক্ষ এই লক্ষমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবেন যদি দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে এবং দেশে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে।

(ঠ) নিরীক্ষক নিয়োগ ঃ
কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর ধারা ২১০ অনুসারে কোম্পানীর বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স হোসাইন ফরহাদ এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর নিবেন বিধায়, ২০১৯ খ্রিঃ আর্থিক বছরের জন্য বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক মেসার্স এম. এম রহমান এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস কে ভ্যাট বাদে এবং ট্যাক্স কর্তন সাপেক্ষে ২,৭০,০০০/- (দুই লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা পারিতোষিক সাব্যস্তে যোগ্য বিধায় অত্র কোম্পানীর নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়ার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।

(ড) কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ঃ
২০১৯ খ্রিঃ সালের জন্য কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে ভ্যাট বাদে এবং ট্যাক্স কর্তন সাপেক্ষে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা পারিতোষিক সাব্যস্তে কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে ফেমস্ এন্ড আর, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস কে কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে দেয়ার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদনের সুপারিশ করেছে।

(ঢ) পরিচালকমন্ডলীর দায়িত্বাবলীর বিবৃতি ঃ
কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত এবং উপস্থাপনায় পরিচালকমন্ডলী তাদের দায়িত্বের বিষয়ে নিশ্চিত করেন যে,

১. কোম্পানীর আইন ১৯৯৪, বীমা আইন-২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বিধি ১৯৮৭ এর বিধানবলীর সাথে কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এবং এতদ্বসঙ্গীয় নোটসমূহ সঙ্গতিপূর্ণ;

২. কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব প্রস্তুতকাল হিসাব বিজ্ঞানের মান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এতদসম্পর্কিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. পরিচালকমন্ডলী হিসাব বিজ্ঞানের নীতিমালা নির্দিষ্ট করে সামঞ্জস্যরুপে প্রয়োগ, বিচার-বিশ্লেষন দ্বারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, আলোচ্য হিসাবাদিতে কোম্পানির স্বচ্ছ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

৪. কোম্পানী আইন ১৯৯৪, বীমা আইন ২০১০, বীমা বিধি ১৯৫৮ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড বিধি ১৯৮৭ এর বিধান বলীতে বর্ণিত আইন ও বিধিবিধান মেনে কোম্পানীর হিসাবে প্রতারণা ও অনিয়মের বিষয়ে নিরাপত্তা বিধান ও অনুসন্ধান দ্বারা কোম্পানীর সম্পদ রক্ষনাবেক্ষনে পরিচালকমন্ডলী যথোপযুক্ত ও যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন;

৫. পরিচালকমন্ডলী 'চলমান প্রক্রিয়ায়' বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করেছেন।

৬. আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগকৃত এবং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণকৃত;

৭. গত পাঁচ বছরের হিসাবের উপাত্ত 'আর্থিক আলোকপাত' আকারে সংযোজিত হলো।

(ণ) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ঃ

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের সকল সম্মনীত শেয়ারহোল্ডার, পরিচালকবৃন্দ, শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, সম্মানীত পলিসি গ্রাহকগণ, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, রিজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী বাংলাদেশ লিমিটেড, আমাদের ব্যাংকারগণ ও অন্যান্য সকল শুভাকাংখীগণকে আস্থা, সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কোম্পানীর সার্বিক উন্নয়নে সকল এক্সিকিউটিভ, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং মাঠ পর্যায়ের বিপণন কর্মকর্তাগণকে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার কারণে ৬৫.২০ কোটি টাকা প্রিমিয়াম অর্জনে সক্ষম হওয়ায় আমরা আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যবসার লক্ষমাত্রা শুরু হওয়ায় আমরা ১২% স্টক ডিভিডেন্ট (বোনাস লভ্যাংশ) প্রদানের সুপারিশ করতে পেরেছি। এসবই সম্ভব হয়েছে আপনাদের জন্য।

উপসংহার ঃ

এ বার্ষিক সাধারন সভায় যোগদান করে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আমি সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট আগামী দিনগুলোতে কোম্পানীর অব্যাহত উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

জাকারিয়া আহাদ
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ।